তার কাছে কী শিক্ষা পাবে শিক্ষার্থীরা?

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৭ আগস্ট ২০১৯ ০০:৩০

তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক। সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় গর্ভধারিণী মাকে পিটিয়ে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় সংসদ সদস্য তাকে সতর্ক করে দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বৃদ্ধা মাকে নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন শিক্ষক। বারবার নির্যাতন ও অপমান সহ্য করতে না পেরে অবশেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর বিচার চেয়েছেন জাহানারা বেগম (৮০) নামে ওই বৃদ্ধা মা। অভিযুক্ত শিক্ষক মাসুদ আলম বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার শিংড়াবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক। তিনি কাকচিড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম আলী আকবরের ছেলে।

একজন প্রধান শিক্ষকের এমন কা- এলাকায় ক্ষোভ বিরাজ করছে। নিন্দা জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি ও সুশীল সমাজও। আর সাধারণ মানুষের প্রশ্নÑ যে শিক্ষক সম্পত্তির লোভে নিজের মাকে পিটিয়ে ঘর থেকে বের করে দেনÑ তার কাছ থেকে কী শিক্ষা পাবে শিক্ষার্থীরা?

advertisement

এ ব্যাপারে পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, শিক্ষক মাসুম আলমের বিরুদ্ধে আগেও নানা অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছি। আর প্রাথমিকভাবে মাকে নির্যাতনের সত্যতা পেয়েছি। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অধীনে তদন্ত চলছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাহানারা বেগম সাংবাদিকদের জানান, বিধবা হওয়ার পর থেকে তিনি তার স্বামীর নির্মাণ করা ঘরে ছেলে মাসুদ আলমের সঙ্গে থাকতেন। প্রায়ই তাকে ঘর থেকে নেমে যেতে বলতেন এবং অশালীন ভাষায় গালাগালি করতেন মাসুদ আলম ও তার স্ত্রী। সম্প্রতি মাসুদ আলম ও তার স্ত্রী মোসা. রুমা আক্তার এবং তাদের ছেলে ইফতি জাহানারা বেগমকে বেধমভাবে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে ঘর থেকে বের করে দেন। বিষয়টি জাহানারা বেগম স্থানীয় এমপিকে জানালে তিনি শিক্ষক মাসুদ আলমকে ডেকে সাবধান করে দেন। কিন্তু এমপির বাসা থেকে বের হয়েই পাথরঘাটা কলেজের সামনে আবারো মা জাহানারা বেগমকে মারধর করেন তিনি।

অবশেষে বিষয়টি পাথরঘাটা ইউএনওকে লিখিত জানালে মাসুদ আলম আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আবারও জাহানারা বেগমকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেন। স্বামীর ঘরে ঠাঁই না পেয়ে অবশেষে দেবরের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন জাহানারা বেগম।

এ ব্যাপারে স্থানীয় এমপি শওকত হাচানুর রহমান রিমন বলেন, সতর্ক করার পরও অভিযুক্ত মাসুদ আলম কথা শোনেননি। তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় উপপরিচালক বরাবর সুপারিশ করা হয়েছে।

পাথরঘাটা উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তফা গোলাম কবির বলেন, যে শিক্ষক বৃদ্ধা মাকে পিটাতে পারে, তার কাছে কী শিখবে খুদে শিক্ষার্থীরা? তার মতো শিক্ষক এ উপজেলায় দরকার নেই। আমি শিক্ষক মাসুদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছি।

পাথরঘাটা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. ছগির হোসেন বলেন, যে শিক্ষক বৃদ্ধা মাকে পিটিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে, সে কি করে জাতি গড়বে? মাসুম আলমের কার্যকলাপ গোটা শিক্ষক জাতিকে কলুষিত করেছে।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত শিক্ষক মাসুদ আলমের কাছে জানতে চাইলে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, জমি নিয়ে মায়ের সঙ্গে আমার একটু বিরোধ আছে।